দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 10 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ... ৩ ...

শান্তি সমঝোতা প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী গতকাল মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রদল ও ছাত্র লীগ নেতাদের সঙ্গে মিষ্টিমুখ ও চা পান করেন —ইনকিলাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভিসি'র মধ্যস্থতায় ছাত্রদল ও ছাত্র লীগের শান্তি সমঝোতা ঃ মধুর ক্যান্টিনে মিষ্টিমুখ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মঙ্গলবারের সংঘর্ষের পর গতকাল কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর মধ্যস্থতায় ছাত্রদল ও ছাত্র লীগের মাঝে শান্তি সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভিসি নিজেই মধুর ক্যান্টিনে গিয়ে ছাত্রদল ও ছাত্র লীগ নেতাদের নিয়ে একই টেবিলে বসেন এবং মিষ্টিমুখ ও চা পান করেন। ভিসির আহবানে সাড়া দিয়ে ছাত্রদল, ছাত্র লীগ ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য সকাল ১০টায় অপরাজেয় বাংলায় সমাবেশের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী স্থগিত করেন। ঐ সময়ে তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ভাইস চ্যান্সেলরের অফিসে তার সাথে এক সভায় মিলিত হন। সভায় ছাত্রদল নেতারা মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে দৈনিক ইনকিলাব পাঠক সংসদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে হামলা, মিছিলকারীদের মারধর, সমাবেশের মাইক ভাঙচুর এবং ছাত্রদলের প্রতিবাদ মিছিলে হামলার জন্য মুজিববাদী ছাত্র লীগকে দায়ী করেন। তারা ঐ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবী করেন। অপর দিকে ছাত্র লীগ নেতারা মঙ্গলবারের সন্ত্রাসী ঘটনার বিষয়টি 'ভুল বুঝাবুঝি' বলে এড়িয়ে গিয়ে শিক্ষকদের গাড়ী ভাঙচুর, মধুর ক্যান্টিন তছনছ ও ছাত্র লীগের ব্যানার পুড়ে ফেলার ঘটনার জন্য ছাত্রদল

১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

মধুর ক্যান্টিনে মিষ্টি মুখ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মীদের দায়ী করে এ ঘটনার বিচার ও শাস্তি দাবী করেন। পরে ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, মঙ্গলবারের সন্ত্রাসী ঘটনা তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরী ছাত্রদল ও ছাত্র লীগ নেতাদের গতকালের একই স্থানে একই সময়ে সমাবেশ অনুষ্ঠানের কর্মসূচী স্থগিত করায় ধন্যবাদ জানান। মঙ্গলবার রাতেই তিনি ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতাদের তাদের কর্মসূচী স্থগিত রাখতে বলেছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত দেন যে, ক্যাম্পাস পরিস্থিতি শান্ত রাখতে গতকাল ও আজ কোন ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করবে না। শুক্র ও শনিবারের ছুটির পর রবিবার ছাত্রদল এবং সোমবার ছাত্রলীগ মিছিল-সমাবেশ করবে। দুই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ভিসির সঙ্গে একমত হন। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর নূরুন্নবী, ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক মনোয়ার হোসেন রানা, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহবায়ক নাসিরুদ্দীন আহমেদ অসীম, ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম, সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, সাংগঠনিক সম্পাদক অজয় কর খোকন, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বাহাদুর বেপারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এই সভা শেষে বেলা ১২টা ১০ মিনিটে ভিসি ছাত্রনেতাদের নিয়ে মধুর ক্যান্টিনে যান। তিনি দুই সংগঠনের নেতাদের নিয়ে একই টেবিলে বসেন। এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরী বলেন, মঙ্গলবারের সংঘাত-সংঘর্ষের পর গতকাল তিন ছাত্র সংগঠন একই সময়ে একই স্থানে সমাবেশ ডাকায় আবারও সংঘর্ষের আশংকা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ছাত্রনেতারা শান্তি সমঝোতায় পৌঁছে সমাবেশ স্থগিত করেছে। ভিসি বলেন, এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কেবল সংঘাত-সংঘর্ষে জড়ায় না; তারা ঐকমত্যেও পৌঁছে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

তিনি এ কৃতিত্ব ছাত্রনেতাদের দিয়ে বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেশপ্রেমিক এই ছাত্ররাই আগামী দিনে জাতিকে নেতৃত্ব দেবে। পরে ভিসি উপস্থিত সকলকে মিষ্টি মুখ এবং চা পান করান। তিনি ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ সভাপতির হাতে মিষ্টি তুলে দেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেল, সহসভাপতি মঞ্জুর এলাহী, সাংগঠনিক সম্পাদক মনোয়ার হোসেন রানা, যুগ্ম সম্পাদক সাহাবুদ্দীন লাল্টু, ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম, সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, সহসভাপতি মাহবুবুল হক শাকিল, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বাহাদুর বেপারী উপস্থিত ছিলেন।